খসড়া

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নীতি ২০১৮

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০১৮

সুচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা			বিষয়	পৃষ্ঠা
১.			ভূমিকা	৩
২.			বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান অবস্থা	৪
৩.			ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য	৪
	৩.১		ভিশন	৪
	৩.২		মিশন	৪
	৩.৩		উদ্দেশ্য	৪
৪.			বাংলাদেশে বিদ্যমান জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা	৪
৫.			বাস্তবায়নের কৌশল এবং পদ্ধতিসমূহ	৫
	৫.১		বাস্তবায়নের কৌশল	৫
	৫.২		জীবনিরাপত্তা নীতির বাস্তবায়ন ক্ষেত্রসমূহ	৬
		৫.২.১	গবেষণা ও উন্নয়ন	৬
		৫.২.১.১	গবেষণাগারে পরীক্ষণ	৬
		৫.২.১.২	আবদ্ধ গ্রীন হাউস পরীক্ষণ(কনটেইন্ড ট্রায়াল)	৭
		৫.২.১.৩	নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষণ (কনফাইন্ড ট্রায়াল)	৭
		৫.২.১.৪	উন্মুক্ত মাঠ পরীক্ষণ (ওপেন ফিল্ড ট্রায়াল) এবং পরিবেশে অবমুক্তকরণ	৭
		৫.২.১.৫	অবমুক্ত পরবর্তী পরিবীক্ষণ	৮
		৫.২.২	জিএমও লেবেলিং	৮
		৫.২.৩	জিএমও আমদানি, রপ্তানি এবং আন্তঃদেশীয় চলাচল	৮
	৫.৩		নিরাপদ পদ্ধতির উন্নয়ন	৯
	৫.৪		সমন্বয় এবং নেটওয়ার্কিং	৯
	৫.৫		জনসচেতনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ	৯
৬.			সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং)	৯
	৬.১		মানব সম্পদ উন্নয়ন	১০
	৬.২		অবকাঠামো উন্নয়ন	১০
৭.			বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া	১০
৮.			দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকার প্রক্রিয়া	১১
৯.			জীবনিরাপত্তা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১১
১০.			নীতি বাস্তবায়নের কৌশলগত পদক্ষেপ	১১
১১.			জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়ন	১২
১২.			জীবনিরাপত্তা নীতি সংশোধন	১২
১৩.			শব্দকোষ	১৩
১৪.			পরিশিষ্ট	১৫

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার "জীবপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০১২"এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন, এবং টেকসই পরিবেশসহ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য জীবপ্রযুক্তির সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর পাশাপাশি পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই নীতিটি জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের উপরও গুরুত্ব দিয়েছে। এদিকে, জীবপ্রযুক্তির সামগ্রিকভাবে নিরাপদ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দেশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনিরাপত্তা নীতি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই নীতির মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে।

অধিকন্তু, কার্টাগেনা প্রোটোকলের সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার জিএমও ব্যবহারে ঝুঁকি এবং এ বিষয়ে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য সহায়তা প্রদানে উক্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে প্রতিশ্রুতি পূরণে অঙ্গীকরাবদ্ধ। জিএমও সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের একটি সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আবদ্ধ গ্রীন হাউস পরীক্ষা (কনটেইন্ড ট্রায়াল), নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষা (কনফাইন্ড ট্রায়াল), মাঠ পরীক্ষা, আন্তঃদেশীয় চলাচল, ট্রানজিট, হ্যান্ডলিং এবং মানুষ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় জিএমও-র বিরূপ প্রভাব নিরূপণসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহারকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

২। বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান অবস্থা

জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো ২০০৬, বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮ প্রণয়ন করে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধি ২০১২ কার্যকর করে বাংলাদেশ সরকার জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (GE) উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন নির্দেশিকা, যা জিএমও সম্পর্কিত খাদ্যে অনুসরণ করার লক্ষ্যে বিএসটিআই কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং জীবপ্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত ফসলের পরিবেশগত ঝুঁকি মূল্যায়ন (ইআরএ) এর নির্দেশিকাও তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আরো কিছু জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত ডকুমেন্টস/দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে: ক) নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষা (সিএফটি) এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), খ) জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড(GE) উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষা (সিএফটি) এর জন্য ইন্সপেক্টর ম্যানুয়েল, গ) সিএফটি এর জন্য ডাটা রেকর্ডিং ফরম্যাট, এবং ঘ)মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট ম্যানুয়াল। দেশে জীবনিরাপত্তা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণপূর্বক যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য গঠিত কমিটি যথা: জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি (এনসিবি), জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি (বিসিসি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (আইবিসি) ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। জীবনিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্প "ইমপ্লিমেন্টেশন অব্ দ্য ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক অব্ বাংলাদেশ (আইএনবিএফ)" গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সহায়তা/সুসংগতভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি জিএমও ডিটেকশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৩। ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য

৩.১। ভিশন

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নীতির ভিশন হলো আধুনিক জীবপ্রযুক্তির সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব হতে জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্যকে সুরক্ষা প্রদান করা।

৩.২। মিশন

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নীতির মিশন হলো কৃষি, চিকিৎসা ও শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ প্রয়োগের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য এবং মানবস্বাস্থ্যের উপর যাতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা।

৩.৩। উদ্দেশ্য

জীবনিরাপত্তা নীতির লক্ষ্যগুলি হলো:

ক) গবেষণা, উৎপাদন, হস্তান্তর, হ্যান্ডলিং, ব্যবহার, রপ্তানি, আমদানি, এবং জিএমও-র সম্ভাব্য অন্যান্য কার্যক্রম এবং এ সংশ্লিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) জীবনিরাপত্তা ইস্যুসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য দেশের প্রাতিষ্ঠানিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা;

গ) জিএমও সনাক্তকরণএবং নির্ণয়ের জন্য উচ্চ মানের অবকাঠামো সুবিধা উন্নয়ন করা;

ঘ) জীবনিরাপত্তা কাজের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) বাংলাদেশ কার্টাগেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির সদস্য হিসেবে এর দায়বদ্ধতা সমূহ বাস্তবায়ন করা;

চ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক এবং নৈতিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা;

ছ) জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত সব বিষয়ে জনগণের অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

৪। বাংলাদেশে বিদ্যমান জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা

বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অপরিহার্য। জীবনিরাপত্তার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। জিএমও এবং জিএমও উদ্ভূত পণ্য যেমন খাদ্য, গো-খাদ্য এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্যের পরিচিতি, প্রচার, ব্যবহার জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, যা জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকাতে বর্ণিত আছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২-তে জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত গবেষণা, মাঠ পরীক্ষা, আন্তঃদেশীয় চলাচল, ট্রানজিট, হ্যান্ডলিং এবং জিএমও ব্যবহার, যা জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের বিরূপ প্রভাব বিশেষ করে মানব ও পশু স্বাস্থ্যের ঝুঁকির বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাকে গতিশীল রাখা এবং জীবপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জীবনিরাপত্তা বিধি পুনঃমূল্যায়ন এবং সংশোধন করার উদ্যোগ করবে এবং সেই সাথে জনসচেতনতা বৃদ্ধিরমাধ্যমে এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

এ লক্ষ্যে জাতীয় আইনবিধির বাহিরে, জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট যেসব আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং প্রোটোকল রয়েছে তা অনুসমর্থন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং অনুসমর্থনের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান জাতীয় আইন ও বিধিমালা সংশোধন/পরিমার্জন করবে।

বাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান জীবনিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ এবং শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি জীবনিরাপত্তা সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে যাতে জিএমও ব্যবহারের বিধি নিষেধ নির্দেশিকা এবং নীতিসমূহের প্রচার এবং এবং জিএমও ব্যবহারের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভূক্ত থাকবে। বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নীতির মূলে রয়েছে জিএমও হ্যান্ডলিং/পরিচালনা করার জন্য এর একটি সুষ্ঠুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাসহ আবদ্ধ গ্রীন হাউস পরীক্ষার গবেষণা,(কনটেইন্ড ট্রায়াল), মাঠ পরীক্ষা, বাণিজ্যিক অবমুক্তকরণ, রপ্তানি, আমদানি, ট্রানজিট, পরিবেশে ইচ্ছাকৃত অবমুক্তকরণ, পাশাপাশি জিএমও-মানসম্মত প্যাকেজিং, লেবেলিং এবং পরিবহন।অপরাধসনাক্তকরণ এবং জীবনিরাপত্তা নিয়মাবলি/বিধানাবলি লঙ্ঘনের জন্য দন্ড প্রদান এবং কার্যকর করা হবে।

৫। বাস্তবায়ন কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ

একটি কার্যকরী জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইনস্টিটিউট, প্রতিষ্ঠান এবং মন্ত্রণা য়সমূহের সহযোগিতা এবং মতামতের একটি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকায় বর্ণিত জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটিরমাধ্যমে (এনসিবি)সকল জীবনিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকান্ডের সমন্বয়, বলবতকরণ এবং পরিবীক্ষণ পরিচালিত হবে। জীবনিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি (এনসিবি)সকল পর্যা[illegible]

৫.১। বাস্তবায়ন কৌশল

আধুনিক জীবপ্রযুক্তি পণ্যের উন্নয়ন, প্রয়োগ, ব্যবহার এবং হস্তান্তরের সময় নিম্নলিখিত কৌশল অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) গবেষণা, উৎপাদন, হস্তান্তর, হ্যান্ডলিং, ব্যবহার, রপ্তানি, আমদানি এবং জিএমও-র সম্ভাব্য অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার সময় জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র, মানব স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণেপর্যাপ্তব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) জিএমও ব্যবহার এবং অবমুক্তির ঝুঁকি,পরিবেশ এবং/ অথবা মানব ও পশু স্বাস্থ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও নিরোধ করা।

গ) জাতীয় জীবনিরাপত্তা বিধি-বিধান অনুযায়ী জিএমও সংক্রান্ত ঝুঁকি মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ পরিচালিত হবে এবং জীবপ্রযুক্তির পণ্য, প্রয়োগ বা পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত হবে।

ঘ) আধুনিক জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ, চর্চা এবং পণ্যগুলির উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয় বা আন্তঃদেশীয় চলাচলের ক্ষেত্রে একটি প্রতিপালন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে যা জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের অনুবর্তী হয়ে দায়বদ্ধতা মেনে চলতে হবে।

ঙ) পরিবেশ, নৈতিক প্রথা, জীববৈচিত্র্য বা মানব স্বাস্থ্য বিপন্ন না করে, সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ, চর্চা এবং পণ্যের নৈতিক ও সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা, শিক্ষা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।

চ) বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রের সীমানার মধ্যে জিএমও ও এর পণ্যগুলির স্থানান্তর, হ্যান্ডলিং/পরিচালনা বা ব্যবহারে (অবৈধ পাচার) ক্ষতির দায়বদ্ধতা ও প্রতিকার প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকার প্রক্রিয়ার সঙ্গে দূষণকারীর মূল ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সম্পত্তি ক্ষতি, অর্থনৈতিক ক্ষতি (স্থানীয় ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি সহ) জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, আঘাত বা রোগ এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবেশের প্রতিকার করা যেতে পারে।

ছ) বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনাসমূহ জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনাসমূহ কে জীবনিরাপত্তার সাথে একীভূতকরণ।

জ) জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন/ব্যবস্থা এবং চুক্তির সাথে সমন্বয় রেখে জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত নীতি, আইন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৫.২। জীবনিরাপত্তা নীতির বাস্তবায়ন ক্ষেত্রসমূহ

জিএমও-এর বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশে এর ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক প্রতিবেশ, মানব ও প্রাণী স্বাস্থ্যের উপর জিএমওর সম্ভাব্য প্রভাব তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কার্যক্রম বিস্তারিত বর্ণনা করা হল।

৫.২.১। গবেষণা ও উন্নয়ন

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জীবনিরাপত্তার মূল নীতি অনুসরণ করতে হবে। এদিকে, মানব স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা এবং কাজের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী বা ইনস্টিটিউট/প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় নির্দেশিকা এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক জীবপ্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত পৃথক গবেষণাগার বা ইনস্টিটিউট-কে জাতীয় জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে নিবন্ধিত হতে হবে এবং জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি (এনসিবি) কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৫.২.১.১। গবেষণাগারে পরীক্ষণ

গবেষণাগারের ভিতরে জিএমও নিয়ে কাজ করার সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণে জীবনিরাপত্তা নিয়মনীতি বজায় রাখতে হবে। জীবাণু নিয়ে কাজ করার সময় যথাযথ সাবধানতা এবং সংশ্লিষ্ট জীবাণুর রোগ সংক্রমণ ক্ষমতাএবং জীবনিরাপত্তা স্তরগুলিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। জীবনিরাপত্তার মাননিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

গবেষণাগারে সার্বিক অবস্থার অডিট পরিচালনা করতে হবে। যথাযথ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে মানসম্মত রেকর্ডিং ফরম্যাট তৈরি করতে হবে এবং জিএমওর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান বিজ্ঞানী / ল্যাবরেটরি প্রধান বা কাজ করে এমন সংস্থা কে সরবরাহ করবে।

৫.২.১.২। আবদ্ধ গ্রীন হাউস পরীক্ষণ (কনটেইন্ড ট্রায়াল) (ল্যাবরেটরি / গ্রিন হাউস / স্ক্রিন হাউজের পরীক্ষণ)

আবদ্ধ গ্রীন হাউস পরীক্ষা পরিচালনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জীবকে নিয়ন্ত্রণে রাখা নিশ্চিত করা। এর অর্থ হলো নির্দিষ্ট জীবের জৈবিক অবস্থা জানা যাতে আবদ্ধ গ্রীন হাউসের বাইরে পরিবেশে উন্মুক্ত হওয়া রোধ করা যায়।এর মধ্যে আছে ফিজিক্যাল কনটেইনমেন্ট এবং সেইসাথে পদ্ধতিসমূহ যা সম্ভাব্য প্রকাশের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনতে পারে, যেমন- কনটেইন্ড সুবিধায় প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা, যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং কনটেইন্ট সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ।

৫.২.১.৩। নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষণ (কনফাইন্ড ট্রায়াল)

নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষার সময়, পরিবেশে জীব বা ট্রান্সজীনের বিস্তার রোধ করার জন্য ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে; এবং মানব খাদ্য বা পশু খাদ্য সরবরাহ থেকে জিএম উপকরণ প্রতিরোধ করা। এই পদক্ষেপগুলি জিএমও এর জীবতত্ত্ব পরীক্ষণ পরিবেশে প্রকৃতি এবং ব্যবহৃত জীবের প্রকৃতি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। জিএমও দ্রব্য পরিবহনের সময় সঠিক জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষার সময় উপযুক্ত নিবারণ ব্যবস্থা/ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যাতে পরিবেশে জিএমও জীব থেকে জিননন-জিএমও-তে প্রবাহ না ঘটে। পরীক্ষা স্থান থেকে যে কোনো জিএমও দ্রব্য এবং এর অবশিষ্টাংশ চূড়ান্তভাবে সংগ্রহ করা এবং অপসারণের ক্ষেত্রে সুসংহত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যাতে ট্রায়াল সাইট বা ট্রায়ালসাইটের বাইরে এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণের সময়কালের বাইরে এর উপস্থিতি না থাকে। জিএমও এর জীবতত্ত্ব অনুযায়ী এবং প্রদত্ত পরিবেশে জীবিত থাকার ক্ষমতা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষারমনিটরিং এর সময়সূচী নির্ধারণ করা।

জিএমও এর জীবতত্ত্ব ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে জীবনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), ব্যবহার নির্দেশিকা এবং প্রাসঙ্গিক ডাটা রেকর্ডিং ফরম্যাটের শর্ত নির্ধারণ করবে। নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষা যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত নিয়ন্ত্রকদের জন্য পরিদর্শন ম্যানুয়াল অনুসরণ করে পরিদর্শন করতে হবে।

৫.২.১.৪। উন্মুক্ত মাঠ পরীক্ষণ (ওপেন ফিল্ড ট্রায়াল) এবং পরিবেশে অবমুক্তকরণ

উন্মুক্ত মাঠ পরীক্ষা এবং পরিবেশে অবমুক্তকরণ বোঝায় যে,জিএমও-কে একটি ট্রায়াল সাইটের বিশেষ বা সাময়িক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। সে অনুযায়ী ঝুঁকি পর্যালোচনাকরা হবে, যদি কোন ঝুঁকি প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা থাকেএবং ঝুঁকির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন হবে তাজীবের জীবতত্ত্বএর পরিবর্তন এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে ।

গবেষণা ও উন্নয়ন পর্যায়,নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষা, উন্মুক্ত মাঠ পরীক্ষা শেষ করার পর এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে একটি জিএমও চূড়ান্তভাবে পরিবেশে অবমুক্ত করতে হবে এবং বাজারজাত করতে হবে।

৫.২.১.৫। অবমুক্ত পরবর্তী পরিবীক্ষণ

পরিবেশের উপর জিএমও-এর সনাক্ত ঝুঁকির প্রভাব মূল্যায়ন করা, অবমুক্তি পরবর্তী মূল্যায়ন পরিচালনা করা, ঝুঁকি পরিমাপ কালে পরিবেশে বিদ্যমান সকল অনিশ্চয়তাদূর করা, জিএমও এর ধরণ এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উপর নির্ভর করে পরিবেশে জিএমও এর অপ্রত্যাশিত প্রভাব সনাক্ত করা, সনাক্তকৃত ঝুঁকিতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না তা নিশ্চিত করা।

জীবনিরাপত্তাকর্তৃপক্ষ কেস-বাই-কেস চাষাবাদ যেমন-আলগা দূরত্ব বজায় রাখা, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রয়োগের নিয়ম ও শর্ত আরোপ করতে হবে।

৫.২.২। জিএমও লেবেলিং/পরিচিতি

সরকারের নীতি অনুযায়ী যে কোন জিএমও পণ্যের পরিচিতি/লেবেলিং করতে হবে।জিএমও এর নিরাপদ ব্যবহার হ্যান্ডলিংয়এবং অবমুক্ত জিএমও এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে জনগণকেঅবহিতরাখা, সর্তকতার সাথে জিএমও লেবেলিং এর মানদন্ডের পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন করতে হবে।

৫.২.৩। জিএমও-র আমদানি, রপ্তানি এবং আন্তঃ দেশীয় চলাচল

জিএমও-'র আমদানি, রপ্তানি ও আন্তঃদেশীয় চলাচল নিয়ন্ত্রণে কার্টাগেনা প্রোটোকলে পার্টির বাধ্যবাধকতা অনুসরণে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বিধি এবং বিধানাবলী প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করবে। প্রোটোকলের বিধান (শর্ত) বাস্তবায়নে জাতীয় নিয়ন্ত্রণ পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন উৎসাহিত/উন্নত করবে এবং যা অন্যান্য বাজার /বিচারব্যবস্থায় বিদ্যমান। বিশেষ নীতি এবং পদ্ধতিগুলি প্রণয়ন করতে কাজ করবে:

- জিএমও-র আন্তঃদেশীয় চলাচল
- প্রজ্ঞাপন পদ্ধতি
- সিদ্ধান্ত-গ্রহণ পদ্ধতি
- অযাচিত এবং অবৈধ আন্তদেশীয় চলাচল
- জিএমও ট্রানজিট
- জিএমও আমদানি এবং রপ্তানি
- তথ্য ভাগাভাগি

৫.৩। নিরাপদ পদ্ধতির উন্নয়ন

আধুনিক জীবপ্রযুক্তির গবেষণা বা ব্যবহার, পরিবহন, সংরক্ষণ বা হ্যান্ডলিং পরিচালনার জন্য জড়িত পাবলিক বা প্রাইভেট সংস্থাগুলির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পদ্ধতি এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকার নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।

৫.৪। সমন্বয় এবং নেটওয়ার্কিং

দেশে জীবপ্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য জীবনিরাপত্তা কর্মসূচির সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। বিজ্ঞানী, গবেষক, নিয়ন্ত্রক, পাশাপাশি নীতিনির্ধারকরা যারা জীবপ্রযুক্তির নিরাপত্তা জন্য গুরত্বপূর্ণ,তাদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক জীবপ্রযুক্তির সাথে জড়িত জীবনিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য এনসিবি / বিসিসি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.৫। জনসচেতনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ

জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার এবং মানব ও পশু স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সম্পর্কিত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত জিএমও-র নিরাপদ স্থানান্তর, হ্যান্ডলিং এবং ব্যবহার সম্পর্কিত জনসচেতনতা, শিক্ষা এবং অংশগ্রহণকে সরকার উন্নয়ন ও সহজতর করবে।

জিএমও সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শগ্রহণ এবং একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে জনগণকে যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার অবহিত করার চেষ্টা করবে। জনসাধারণের জন্য প্রচারপত্রে জিএমও এর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যের সন্নিবেশ ঘটানো, তথ্য উন্মুক্তকরণ, জিএমও তথ্যে সবার জন্য প্রবেশিধাকারের সুযোগ দেওয়া।

৬। সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং)

জীবনিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সিস্টেমেটিক পর্যায়ে সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। সরকারের নীতি হবে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা এবং উপযুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। এই নীতি কার্যকর করার জন্য জীবনিরাপত্তা প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ তৈরির সহযোগিতার উদ্যোগ নিতে হবে। বাজারে বায়োটেক পণ্যের অননুমোদিত প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং আমদানিকৃত পণ্যগুলির জিএমও সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬.১। মানব সম্পদ উন্নয়ন

জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত জনশক্তি অপরিহার্য। উচ্চতর গবেষণা এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে:

ক) জাতীয় পর্যায়ে জীবনিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ একটি দল তৈরির জন্য স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার করতে হবে। বিশেষ পেশাদার দায়িত্বের ক্ষেত্রে (ঝুঁকি জিএমও সনাক্তকরণসহ অন্যান্য) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুযোগ এবং গভীরতা বিস্তৃত করতে হবে।

খ) প্রশিক্ষণ গুরুত্বের প্রভাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছাতে "প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ" এপ্রোস এর প্রসার।

গ) দূরবর্তী শিক্ষাসহ অনলাইন এবং সিডি-রম এ ইন্টারেক্টিভ ই-লার্নিং মডিউল এর বিদ্যমান সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার।

ঘ) জীবনিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার এবং কর্মশালাসহ স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৬.২। অবকাঠামো উন্নয়ন

দেশে জীবনিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয় ও মূল্যায়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে একটি জীবনিরাপত্তা কেন্দ্র/সেল স্থাপন করতে হবে। জিএমও সনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণের আধুনিক সুবিধাসহ একটি রেফারেন্স ল্যাব স্থাপন করতে হবে, যা মাঠ এবং জীবনিরাপত্তা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানগুলি হতে সমস্যা যোগাযোগ করা হলে তা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭। বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া

জীবনিরাপত্তা বিধি-বিধান এর প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ এবং আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিবীক্ষণ এবং আইন প্রয়োগের আওতায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জীবনিরাপত্তা বিষয়ে নজরদারির জন্য প্রশিক্ষিত পরিদর্শক তৈরী করতে হবে। । জীবনিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম যথাযথ পরিবীক্ষণের এনসিবি/ বিসিসি প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঝুঁকি মূল্যায়নের ফলাফল এবং এতদসংক্রান্ত উপাত্তের ভিত্তিতে ক্ষেত্রমত, কি প্রক্রিয়ায় জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন্ কোন্ বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সুস্পষ্ট ধারণার জন্য সরকার কর্তৃক পরিবীক্ষণ এবং আইন প্রয়োগ পদ্ধতির উপর ম্যানুয়াল তৈরি করতে হবে। পরিবীক্ষণ এবং আইন প্রয়োগ পদ্ধতির আওতায় যে বিষয়গ্রলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- বদ্ধ অবস্থায় ব্যবহার এবং এর ঝুঁকি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরন
- পরিবেশে অবমুক্তির জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত জিএমও-র মাঠ পরীক্ষা;
- ইচ্ছাকৃত পরিবেশে জিএমও অবমুক্তি;
- জীববৈচিত্র্যেও উপর জিএমও-র প্রভাব;
- জিএমও পণ্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং বাজারে বিক্রয়;
- মানব ও প্রাণীস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর প্রভাব;
- জিএমও এবং জিএমও-জাত পণ্যের অবৈধ আন্তদেশীয় চলাচল।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান জিএমও এর বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ক্ষেত্রমত নির্ধারিত ফরম্যাটে অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ এর ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা মূল্যায়ন ব্যবস্থা উন্নয়নে জিএমও'র বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একটি মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট ম্যানুয়াল তৈরি করতে হবে।

৮। দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকার প্রক্রিয়া

জিএমও সম্পর্কিত কার্যক্রমে ধ্বংশ, ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতির জন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দায়বদ্ধ হলে এবং সেসব ক্ষতিগ্রস্ত, আঘাত বা ক্ষতির প্রতিকার করার জন্য সবকার দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকার প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করবে। নাগোয়া-কুয়ালালামপুর সাপ্লিমেন্টারি প্রোটোকল অন দ্য লাইয়াবিলিটি এন্ড রিড্রেস, ২০১৩ অনুসারে আন্তঃদেশীয় চলাচলে জিএমও ক্ষতিগ্রস্ত হলে বাংলাদেশ সরকার দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকার প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিধি এবং পদ্ধতিও তৈরি করবে।

৯। জীবনিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

জীবনিরাপত্তা বিষয়ে দলিল, কারিগরি সহায়তা এবং জ্ঞান বিনিময়ে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) প্রতিষ্ঠানের সাথে সংগতিপূর্ণ করতে দ্বিপাাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা স্থাপন উৎসাহিত করতে হবে।

নিম্নলিখিত কর্ম বাস্তবায়ন করতে হবে:

ক) বাংলাদেশ বিভিন্ন কৌলি সম্পদের উৎপত্তি এবং / বা জীববৈচিত্র্যের কেন্দ্র হওয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণী সনাক্তকরণএবং তথ্য প্রচার ও প্রসার করা ।

খ) দ্বিপাাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট হতে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করা;

গ) দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রি-কোণীয় সহযোগিতা শক্তিশালী করা।

১০। জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের কৌশলগত পদক্ষেপ

এই জীবনিরাপত্তা নীতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কার্যক্রম সনাক্ত ও পরিমাপের জন্য একটি কর্মকৌশল প্রস্তুত করবে,যা দেশে জীবনিরাপত্তা উন্নতিবিধান/প্রতিপালন হবে।

১১। জীবনিরাপত্তা নীতির বাস্তবায়ন

কার্টেগেন প্রোটোকল অন বায়োসেফটি বাস্তবায়নের উপযুক্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (পবম) বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের আগ্রহ ভূমিকার উপর নির্ভরশীল হবে, সেই সাথে সমন্বয় এবং নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে অন্যান্য সকল দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় এবং একীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০০৮ এ বর্ণিত জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি, জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি, মাঠ পর্যায়ের জীবনিরাপত্তা কমিটি, প্রতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি কার্যকর করা এবং জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থায় মানব স্বাস্থ্য, প্রাণী স্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সরকারের জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১২। জীবনিরাপত্তা নীতির সংশোধন

সরকার জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতিকে সময়পয়োগী করার জন্য হালনাগাদ করতে পারবে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর নীতিটিকে প্রয়োজন হলে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করবে অথবা যদি এটি যেকোনো সময়ে প্রয়োজনীয় মনে হয়।

শব্দকোষ

১. **কৃষি**- ফসল, বন, মৎস্য ও পশুসম্পদ খাত অন্তর্ভুক্ত।

২. **জীবনিরাপত্তা**- জীবপ্রযুক্তির পরিবেশগত নিরাপদ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত নীতি ও পদ্ধতি।

৩. **জীবনিরাপত্তা বিধিবিধান**- জীবনিরাপত্তা আইনের সংগে সংযুক্ত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭; বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধি ২০১২; এবং বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০০৮।

৪. **জীবনিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ**- বাংলাদেশে জীবনিরাপত্তা কর্তৃপক্ষে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ); পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিএই); জীবনিরাপত্তা জাতীয় কমিটি (এনসিবি); বায়োসাফিটি কোর কমিটি (বিসিসি), মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি (এফবিসিসি); প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (আইবিসি)।

৫. **জীবপ্রযুক্তি** -যে প্রযুক্তির প্রয়োগে কোনো জীবকোষ বা তার অংশবিশেষ ব্যবহার করে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অনুজীব)-এর উদ্ভাবন বা উক্ত জীব হতে প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তাকে জীবপ্রযুক্তি বলে।

৬.**জীব নিরাপত্তা কর্মকর্তা (বিএসও)**-বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০০৮ এর অধীনে ইনস্টিটিউট পর্যায়ে বায়োসেফটি অফিসার বা জীব নিরাপত্তা কর্মকর্তা মনোনীত করতে হয় যিনি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা বিষয়গুলি নিশ্চিত বাস্তবায়নের দায়িতপ্রাপ্ত। কার্টেগেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি অনুযায়ী উপযুক্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মকর্তা যিনি নিয়ন্ত্রিত জ্যিক ব্যবহারের জন্য জিএমও /এলএমও আমদানির প্রস্তাবের পক্ষে অবেদন অনুমোদনের জন্য দায়ী।

৭. **সম্মতি**-অর্থ ব্যবস্থাগুলি নির্ধারণ করা হয় যে সংগঠন / ব্যক্তি আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাজ করে এবং / অথবা অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান / ব্যক্তিকে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা যাতে সংগঠন / ব্যক্তি আইন অনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত হয়।

৮. **আবদ্ধ ব্যবহার**-জিএমও জড়িত যে কোনো সুবিধা, ইনস্টলেশন বা অন্য ফিজিক্যাল কাঠামোর মধ্যে গৃহীত কোন অপারেশন যেটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা তাদের বাইরের পরিবেশের সাথে যোগাযোগ এবং প্রভাব কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

৯. **নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা** -গৃহীত কোন অপারেশন যেটি পরীক্ষার বস্তুর বিস্তার, ফুটো হওয়া, বাহির ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ।

১০. **বলবতকরণ**-মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি সংস্থা বা ব্যক্তি বিধানিক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে না তখন আইন অনুযায়ী কর্মগুলি গ্রহণ করা হয়।

১১. **পরিবেশ** - মানুষসহ তাদের আশপাশ এবং ভূ-উপ পৃষ্ঠ ।

১২. **কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব (জিএমও)** - একটি কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব। এইগুলো জীবন্ত জীব যা আধুনিক মলিকুলার জীববিজ্ঞানের প্রযুক্তি প্রয়োগে কোনো জাতের কৌলিগত উপাদান পরিবর্তন করে কোনো নতুন পণ্য উৎপাদন বা নতুন কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

১৩. **জিএমও পণ্য**- কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব (জিএমও) জড়িত পণ্যগুলি দুইটি (এ) ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে (ক) যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জিএমও ব্যবহার করা হয় কিন্তু শেষ পণ্যটি জিএমও (টিকা, বৃদ্ধি হরমোন ইত্যাদি)

নয়, (খ) যেখানে শেষ পণ্যটি জিএমও (পোকা, কীটপতঙ্গ বা ভাইরাস ইত্যাদি প্রতিরোধে উন্নত বৈশিষ্ট্য সহ বিদেশী জিনের উদ্ভিদ)।

১৪. **তদন্ত**-তদন্ত মানে আইন এবং বিধানের সন্দেহজনক লঙ্ঘনের একটি অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্ট আইন এবং বিধানের প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করা। এই ধরনের তদন্ত কেবলমাত্র অপরাধমূলক দিক থেকে সীমিত নয় - বৃহত্তর পরিমন্ডলে নীতি, প্রথা এবং পদ্ধতিতে সনাক্ত ত্রুটি এবং দুর্বলতাতে উপদেশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫.**মূল্যায়ন (মনিটরিং)**-মূল্যায়ন মানে পর্যবেক্ষণ করা এবং জীবনিরাপত্তা আইনী বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

১৬. **আধুনিক জীবপ্রযুক্তি**-মানে এর প্রয়োগ

(ক) ইন ভিট্রর নিউক্লিক এসিড কৌশল সহ রিকমবিন্যান্ট নিউক্লিক এসিড, কোষ বা অর্গানেলগুলিতে সরাসরি নিউক্লিক এসিড ইনজেকশন, অথবা

(খ) ট্যাকসোনমিক পরিবার বাহিরে সেল ফিউসান, যা প্রাকৃতিক শারীরবৃত্তীয়, প্রজনন বা পুনর্বিবেচনা রিকমবিন্যান্ট বাধা অতিক্রম এবং যা প্রথাগত প্রজনন এবং নির্বাচন কৌশল ব্যবহার করা হয় না।

১৭. **অ-সম্মতি(Non- compliance)- অ**-সম্মতির অর্থ একটি ঘটনা বা বিষয় এবং লাইসেন্স অনুমোদন বা সার্টিফিকেশন শর্তাবলী বা আইন বা প্রবিধানের কোনো প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে একটি অসঙ্গতি।

১৮. **ঝুঁকি বিশ্লেষণ** - একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিপদ যা একক ব্যক্তি, সমষ্টি, গাছপালা, প্রাণী এবং / অথবা একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাস্তুসংস্থান বিশেষ জিএমও দ্বারা পরিবেশে উদ্ঘাটিত হয় তা ঝুঁকির বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশেষতঃ ঝুঁকি নির্ভর করে সে এজেন্টের বিপদের মাত্রা এবং পরিবেশে উদ্ঘাটিত রিসেপটর (মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, ইত্যাদি) মাত্রা অনুয়ায়ী। ঝুঁকির বিশ্লেষণের দুটি দিক: একটি ঘটনার সম্ভাবনা (সম্ভাব্য) এবং পরিণাম (যখন ঘটনা ঘটে এর প্রভাবের উপর)।

১৯. **পরিবেশে অবমুক্তি**- পরীক্ষাগারের নিয়ন্ত্রিত কাঠামো, আবদ্ধ গ্রিনহাউজ, গাজনকৃত দ্রব্য বা অন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের বাহিরে নিয়ন্ত্রিত বস্তুর ব্যবহার।

২০. **আন্তদেশীয় চলাচল**- বাংলাদেশ/ এক দেশ থেকে অন্য দেশে কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব (জিএমও)এর চলাচল।

২১. **ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা উদ্ভিদ**- প্রাণী বা উদ্ভিদ যার বংশগত ডিএনএর যোগসূত্র দ্বারা প্যারেন্টাল জার্প্লাজম ব্যতীত অন্য কোনও উৎস থেকে পরীক্ষাগারে রিকমবিন্যান্ট ডিএনএ কৌশল ব্যবহার করে সংযোজিত হয়েছে

পরিশিষ্ট

জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে কৌশলগত কর্ম-পরিকল্পনা

জীবনিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমন্বয়ে একটি কর্মকৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজন হবে। এ কর্মকৌশল স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন ফোকাল এরিয়ার ভিত্তিতে এ কর্মকৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ফোকাল এরিয়া-১ঃ জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো (NBF) বাস্তবায়ন ।

উদ্দেশ্য ১ঃ জাতীয় বিধিবিধান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন বৃদ্ধি করা।

ফলাফল

- জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যকরী জাতীয় জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

সূচক	ফলাফল / আউটপুট	কার্যক্রম
• বাস্তবায়নযোগ্য বিধিবিধান সম্বলিত কর্মকাঠামো. • কার্মক্ষম প্রশাসনিক ব্যবস্থা।	(ক) জাতীয় জীবনিরাপত্তা নীতি, আইন এবং বিধি-বিধান বিদ্যমান ও বাস্তবায়িত; (খ) জিএমও প্রয়োগের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান; (গ) জিএমও হ্যান্ডলিং এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (SOPs) বিদ্যমান; (ঘ) জাতীয় জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য জাতীয় বার্ষিক বাজেটে সংস্থান রয়েছে; (ঙ) জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল বিদ্যমান; (চ) ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সেক্টরাল নীতি ও প্রোগ্রামসহ জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনার মূলধারায় জীবনিরাপত্তা সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	**স্বল্প মেয়াদী:** ১.১। নিম্ন বিষয়ের উপর একটি সর্বোত্তম অনুশীলন নির্দেশনা প্রণয়ন করা : ক) জাতীয় জীবনিরাপত্তা আইন ও বিধি-বিধান এব একটি মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট ম্যানুয়াল; খ) সংশ্লিষ্ট নীতি / পরিকল্পনার মূলধারায় জীবনিরাপত্তা; ১.২. জীবনিরাপত্তা বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা; **দীর্ঘ মেয়াদী:** ১.৩. সর্বোত্তম অনুশীলন নির্দেশনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষক- প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা। ১.৪। নিম্ন বিষয়ের উপর ইলেকট্রনিক সিস্টেম উন্নয়ন এবং / অথবা বাস্তবায়ন করা : ক) হ্যান্ডলিং এর বিজ্ঞপ্তি, খ) আবেদন নিবন্ধন এবং গৃহীত অনুমোদন / সিদ্ধান্ত। ১.৫. প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য বায়োসেফটি রেগুলেটরি সিস্টেম এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স এবং চাকুরীতে কর্মরতদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা।

স্বল্প মেয়াদী (০-৩ বছর), মধ্য মেয়াদী (৩-৭ বছর), দীর্ঘ মেয়াদী (০-১০ বছর)।

ফোকাল এরিয়া ২: ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ২: জিএমও-র ঝুঁকি নিরূপন এবং ব্যবস্থাপনার **ক্ষেত্রে** বিজ্ঞান-ভিত্তিক সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল

- জিএমও-র ঝুঁকি নিরূপনের **ক্ষেত্রে** দক্ষ মানব সম্পদসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান;
- ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং কারিগরী নির্দেশনা সম্বলিত প্রকাশনা প্রস্তুতকৃত।

সূচক	ফলাফল / আউটপুট	কার্যক্রম
• বি.সি.এইচ-এ জিএমও-র ঝুঁকি মূল্যায়নের প্রতিবেদন, • জিএমও-পরিবীক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণে ঝুঁকি নিরূপনে প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা; • জিএমও-পরিবীক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণে ঝুঁকি নিরূপনে গবেষণাগারসহ অবকাঠামোর সংখ্যা; • প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং কারিগরী নির্দেশনা প্রণয়ন ও কার্যকর।	(ক) ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষিত; (খ) জিওমও-র ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কর্তৃক ব্যবহৃত এবং সহজলভ্য; (গ) জিএমও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশহিসেবে ঝুঁকি নিরূপন এবং / অথবা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা কার্যক্রম স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ পরিচালনা করবেন; (ঘ) বাংলাদেশ ঝুঁকি নিরূপনের সারসংক্ষেপ বি.সি.এইচ.এ জমা দিচ্ছে; (ঙ) ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য জীববৈচিত্র্যের প্রাথমিক উপাত্ত বিদ্যমান; (চ) বাংলাদেশে ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান; (ছ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপন পদ্ধতি ব্যবহার করছে; (জ) ঝুঁকির অনুমান এবং প্রাসঙ্গিক নিরূপনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে জিএমও পরিবীক্ষণ কর্মসূচী রয়েছে।	**স্বল্প মেয়াদী:** ২.১. ঝুঁকি নিরূপন পর্যালোচনা বা পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা (যেমন, কারিগরী এবং পরামর্শক কমিটি বা অন্যান্য ব্যবস্থা); ২.২. ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর নির্দেশিকা প্রণয়ন করা; ২.৩. ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত ব্যবহার বান্ধব ডাটাবেস তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা; **মধ্য মেয়াদী:** ২.৪. ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরী অবকাঠামো উন্নয়ন বা শক্তিশালীকরণ। **দীর্ঘ মেয়াদী:** ২.৫. ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা; ২.৬.জিএমও সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জীবনিরাপত্তা গবেষণা পরিচালনা করা; ২.৭. ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিশেষ বাস্তুসংস্থান এলাকার জীববৈচিত্র্যের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা করা এবং / অথবা নতুন গবেষণা পরিচালনা করা (যেমন, বোটানিকাল ফাইলস, একক দলিল, জাতীয় ইনভেন্টরী ইত্যাদি); ২.৮. জিএমও অবমুক্ত পরবর্তী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; ২.৯. জিএমও পরিবীক্ষণ, বলবতকরণ এবং জরুরী প্রতিক্রিয়ার উপর বিজ্ঞানী, ফাইটোস্যানেটারি কর্মকর্তা, পরিদর্শক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ফোকাল এলাকা ৩: হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং সনাক্তকরণ।

উদ্দেশ্য ৩: জিএমও হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং সনাক্তকরণ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ফলাফল

- বন্দরসমূহে কর্মরত কাস্টমসসহ সীমান্ত রক্ষায় কর্মকর্তাদের এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তারা হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং সনাক্তকরণে নিয়মনীতি প্রয়োগ করতে সক্ষমতা অর্জন করবেন;
- জিএমও নমুনা, সনাক্ত এবং নির্ণয়ের জন্য যন্ত্রপাতিসহ প্রশিক্ষত কর্মী নিয়োজিত থাকবে।

সূচক	ফলাফল / আউটপুট	কার্যক্রম
• যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষিত কাস্টমস/ সীমান্ত রক্ষায় কর্মকর্তাএবং গবেষণা কর্মী; • জিএমও সনাক্তকরণের জন্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত; • জিএমও সনাক্ত করতে সক্ষম যথেষ্ট সংখ্যক জাতীয় প্রত্যয়িত গবেষণাগার;	(ক) প্রোটোকলের প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়নের জন্য জিএমও হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং সনাক্তকরণের উপর জাতীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং কার্যকর, (খ) জাতীয় ব্যবস্থাসহ জিএমও সনাক্ত ও নির্ণয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি কার্যকর; (গ) জাহাজীকরণে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা জিএমও সনাক্ত এবং **নির্ণয় করতে সক্ষম;** (ঘ) জিএমও জাহাজীকরণেরএন্ট্রি পয়েন্টে দলিলপত্র যাচাই এবং সার্টিফিকেশন করতে সক্ষম; (ঙ) জাতীয় এবং (উপ) আঞ্চলিক পর্যায়ে সার্টিফাইড জিএমও সনাক্ত করার সুবিধা প্রতিষ্ঠিত; (চ) জিএমও সনাক্তকরণ এবং লেবেলিংয়ের ব্যবস্থা বিদ্যমান; (ছ) জিএমও সনাক্ত ও নির্ণয়ের গবেষণাগারসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে নেটওয়ার্ক স্থাপিত।	**স্বল্প মেয়াদী:** ৩.১. জিএমও হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং সনাক্তকরণ এর জন্য প্রোটোকলের প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; ৩.২. আন্তর্জাতিক নিয়ম এবং মান অনুসরণে জিএমও এর নমুনা এবং সনাক্তের ব্যবস্থা করা; ৩.৩. জিএমও নমুনা এবং সনাক্তের পদ্ধতি এবং প্রোটোকলের উন্নয়ন এবং বিদ্যমান পদ্ধতি ব্যবহার করা; ৩.৪. জিএমও হ্যান্ডলিং, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং সনাক্তকরণের ব্যবস্থা এবং এর কার্যকারিতা নিরীক্ষার প্রক্রিয়া **প্রতিষ্ঠা করা;** ৩.৫. জিএমও জাহাজীকরণের সময়ে এর ডকুমেন্ট যাচাই এবং ব্যবহারের জন্য মানসম্মত ফরম এবং চেকলিস্ট প্রণয়ন করা। ৩.৬. বিজ্ঞানী এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানদের জন্য জিএমও সনাক্ত এবং বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। ৩.৭. প্রত্যয়িত গবেষণাগার স্থাপনসহ জিএমও নির্ণয় এবং সনাক্তকরণের জন্য অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। **মধ্য মেয়াদী:** ৩.৮.জিএমও সনাক্ত গবেষণাগারগুলোর মধ্যে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা। **দীর্ঘ মেয়াদী:** ৩.৯. বন্দরসমূহে কর্মরত কাস্টমসসহ সীমান্ত রক্ষায় কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তদের জন্য জিএমও সনাক্তকরণ এবং ডকুমেন্টেশন এর উপর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা।

ফোকাল এরিয়া ৪: দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকার

উদ্দেশ্য ৪: দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকার বিষয়ক নাগোয়া-কুয়ালালামপুর সম্পূরক প্রটোকল এর সদস্য হওয়াসহ আন্তঃদেশীয় চলাচলের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষয়ক্ষতির দায়দায়িত্ব এবং প্রতিকারের বিষয়ে নিয়ম ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল

দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকার বিষয়ক নাগোয়া-কুয়ালালামপুর সম্পূরক প্রটোকল এর সদস্য হওয়াসহ দেশীয় পর্যায়ে এর নিয়মনীতি বাস্তবায়িত।

সূচক	ফলাফল / আউটপুট	কার্যক্রম
• জিএমও সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধতা ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জনসহ সদস্য হওয়া; • দায়বদ্ধতা ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিধি ও পদ্ধতির উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি সংশোধন ও কার্যকর।	(ক) সম্পূরক প্রোটোকল বাস্তবায়নে বিদ্যমান জাতীয় নীতি, আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংশোধনসহ সদস্য অর্জিত; (খ) সম্পূরক প্রোটোকলের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পালিত; (গ) ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য জাতীয় সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত; (ঘ) জীববৈচিত্র্যের অবস্থা পরিবীক্ষণের জন্য বিদ্যমান ব্যবহার-বান্ধব ডাটাবেস, জ্ঞান এবং পদ্ধতি ব্যবহার; (ঙ) জেএফ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সম্পূরক প্রোটোকল অনুসমর্থন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা; (চ) সম্পূরক প্রোটোকল বাস্তবায়নে সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং জ্ঞান বিসিএইচ-এ রয়েছে।	**স্বল্প মেয়াদী:** ৪.১. নাগোয়া-কুয়ালালামপুর সম্পূরক প্রটোকল এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া। ৪.২. সম্পূরক প্রোটোকল এর বাধ্যবাদকতা পরিপূরণের জন্য নতুন বা বিদ্যমান আইন সংশোধন এবং স্থানীয় আইনগত ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। ৪.৩. সম্পূরক প্রোটোকল এর আওতায় দায়িত্ব পালনে সক্ষম কর্তৃপক্ষকে সহায়তার জন্য নির্দেশনা (গাইডেন্স) তৈরী করা। **স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী:** ৪.৪. কৌলিসম্পদ, প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্র পর্যায়ে জীববৈচিত্র্যের অবস্থা পরিরীক্ষণের জন্য উপাত্ত এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা। ৪.৫. সম্পূরক প্রোটোকল এর ধারা ৫.৬ অনুযায়ী অপারেটর কর্তৃক রেসপনস বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশাসনিক বা বিচারিক পর্যালোচনার জন্য জাতীয় সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। ৪.৬. সম্পূরক প্রোটোকল এর অনুসমর্থন এবং বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা সুসংগঠিত করা। ৪.৭. ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন, কার্যকরী লিংক স্থাপন এবং যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

ফোকাল এরিয়া ৫: জনসচেতনতা, শিক্ষা এবং অংশগ্রহ্ ।

উদ্দেশ্য ৫: জাতীয় পর্যায়ে জনগণের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যা জিএমও-র বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা।

ফলাফল

- জিএমও-র নিরাপদ স্থানান্তর, হ্যান্ডলিং এবং ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষাসচেতন সমৃদ্ধ জনগণ;
- জীবনিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা, শিক্ষা এবং অংশগ্রহণ কর্মকান্ডে সম্যক ধারণা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সূচক	ফলাফল / আউটপুট	কার্যক্রম
• জিএমও-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; • জিএমও-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিদ্যমান পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ; • জীবনিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা উপকরণ জাতীয় ওয়েবসাইট, আর্কাইভ, জাতীয় সম্পদ কেন্দ্র বা জাতীয় লাইব্রেরি বিদ্যমান।	(ক) জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত; (খ) শিক্ষা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির নির্দেশনা ডকুমেন্ট প্রণীত; (গ) জনসচেতনতা এবং শিক্ষা প্রসার এবং অংশগ্রহণের বিষয়ে উন্নত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত; (ঘ) জাতীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা এবং শিক্ষা প্রসার এবং অংশগ্রহণ কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত।	**স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী:** ৫.১. বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপ এর জন্য প্রশিক্ষণ প্যাকেজ / অনলাইন মডিউল, নির্দেশনা উপকরণ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরী এবং বিতরণ করা। ৫.২. জাতীয় জীবনিরাপত্তা ওয়েবসাইট, ডাটাবেস এবং জাতীয় সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। **দীর্ঘ মেয়াদী:** ৫.৩. জনসচেতনতা, শিক্ষা ও জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ জাতীয় প্রক্রিয়া শক্তিশালী বা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দেশনা / টুলকিট বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা। ৫.৪. শিক্ষাবিদ, গণসংযোগকারী এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের জন্য জীবনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা। ৫ .৫. বিদ্যমান সুযোগ এবং modalities সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার কৌশল বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ৫.৬. জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জনসচেতনতা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ফোকাল এলাকা ৬: তথ্য-বিনিময়।

উদ্দেশ্য ৬: সকল অংশীজনদের জন্য জীবনিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য বিনিময় সহজলভ্য করা।

ফলাফল

- বিসিএইচ এ তথ্য সমৃদ্ধ করা এবং উন্নয়নশীল দেশ এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেশগুলির ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিসিএইচ-র মাধ্যমে তথ্য বিনিময়;
- প্রোটোকল বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করার টুলস বিসিএইচ এর মাধ্যমে সহজে প্রাপ্য;
- বিসিএইচ এর তথ্য অংশীজনসহ সাধারণ মানুষের জন্য সহজে প্রাপ্য।

সূচক	ফলাফল / আউটপুট	কার্যক্রম
• বাংলাদেশ হতে বিসিএইচ এ জমা দেওয়ার সংখ্যা, • উন্নয়নশীল দেশ এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেশগুলির মধ্যে বিসিএইচ-এ ব্যবহারকারিদের সংখ্যা।	(ক) বিসিএইচ এ তথ্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক; (খ) বিসিএইচ এ অ-বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদান; (গ) জাতীয়, (উপ) আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী বিসিএইচ এর অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সমন্বয় উন্নিত; (ঘ) বিসিএইচ এর মাধ্যমে তথ্য বিনিময় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং সাধারণ জনসাধারণের সচেতনতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি; (ঙ) প্রোটোকলের আওতায় প্রী ব্যবস্থাপনাসহ বিসিএইচ-এ আপলোড করার জন্য জাতীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।	**স্বল্প মেয়াদী:** ৬.১. বিসিএইচ এ জমা দেওয়ার জন্য তথ্য সংগ্রহ / ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ব্যবস্থাসমূহের উন্নয়ন করা; ৬.২. তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষজ্ঞদের জন্য বিসিএইচ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাদের দ্বারা বিসিএইচ ব্যবহার করার যথাযথ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা; ৬.৩. জাতীয় পর্যায়ে আন্ত:মন্ত্রণালয়সহ আন্তঃসংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে বিসিএইচ এর মাধ্যমে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। **দীর্ঘ মেয়াদী:** ৬.৪. বিসিএইচ ব্যবহারের জন্য জাতীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা / রক্ষণাবেক্ষণ করা। ৬.৫. যথাযথ আইটি (AJAX and Hermes, ইত্যাদি) টুলস ব্যবহার করে জাতীয় ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা। ৬.৭. সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যমান সম্পদ, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং দ্বৈততা কমিয়ে এর আরও উন্নয়ন করা।

ফোকাল এরিয়াা ৭: জীবনিরাপত্তা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ।

উদ্দেশ্য ৭: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে জীবনিরাপত্তা পেশাজীবিদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করা।

ফলাফল

- জাতীয় পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষ একটি পেশাদার টেকসই পুল প্রতিষ্ঠিত;
- মানসম্মত জীবনিরাপত্তা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রতিষ্ঠিত;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য, প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং কর্মী এবং ছাত্র বিনিময় বৃদ্ধি।

সূচক	ফলাফল / আউটপুট	কার্যক্রম
• বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবনিরাপত্তা শিক্ষা এবং প্রশি এবং কর্মসূচী প্রদান;	(ক) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং লক্ষ্যপূর্ণ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচিত; (খ) বিদ্যমান জীবনিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য;	**স্বল্প মেয়াদী:** ৭.১. জীবনিরাপত্তা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, লক্ষ্যপূর্ণ প্রশিক্ষণার্থী চিহ্নিত করার জন্য পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপন করা। **দীর্ঘ মেয়াদী:** ৭.২. জাতীয় পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণসহ অনলাইন এবং অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি তৈরী এবং

• জীবনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং অনলাইন মডিউল বিদ্যমান।	(গ) জীবনিরাপত্তা শিক্ষা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট (বাস্তব জীবনের ডোসিয়ার এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন রিপোর্ট) সহজপ্রাপ্য; (ঘ) বিদ্যমান জীবনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার উদ্যোগ এবং প্রশিক্ষক বিষয়ে সংকলন সংগৃহিত; (ঙ) ই-লার্নিং কোর্স এবং অন্যান্য দূর-শিক্ষা এবং জীবনিরাপত্তা প্রশিক্ষণ সহজপ্রাপ্র; (ঘ) চাকুরীরত এবং চাকুরীরত নয় এমন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে জীবনিরাপত্তা বিধি-বিধান ব্যবস্থাপকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ।	শক্তিশালীকরণ। ৭.৩. বিসিএইচ এর মাধ্যমে বিদ্যমান জীবনিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কোর্স এবং কর্মসূচীর তথ্য বিনিময় করা। ৭.৪. বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রমে জীবনিরাপত্তা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা । ৭.৫ জীবনিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং সেরা অনুশীলন বিনিময় করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় স্থাপন বা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা; ৭.৬. উত্তর-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতা বিনিময় সহজতর করার জন্য শিক্ষা বিনিময় এবং ফেলোশিপ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা। ৭.৭. বিসিএইচ এ বিদ্যমান জীবনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা কর্মসূচি/ কোর্স, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক স্টাফ / বিশেষজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহের ডাটাবেস সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। ৭.৮. জীবনিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলি শক্তিশালী করা।